০৫-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বেহদের বাবা এই বেহদের মহফিলে (Gathering, সভায়) গরীব বাচ্চাদের দত্তক নিতে এসেছেন , ওঁনার দেবতাদের মহফিলে (সভায়) যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই "

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের কোন্ দিনটি বড়ই ধুমধামের সাথে পালন করা দরকার?

উত্তর :- যে দিন মরজীবা জন্ম (নতুন জন্ম), বাবার প্রতি নিশ্চয়তা... সেই দিনটি খুবই উৎসাহে ধুমধামের সাথে পালন করা দরকার । সেই দিনটি হল তোমাদের জন্মাষ্টমী । যদি নিজের মরজীবা জন্মদিন (নতুন জন্মদিন) পালন করবে তবে বুদ্ধিতে থাকবে যে আমরা পুরানো দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে রেখেছি (কিনারা করেছি)। আমরা বাবার হয়েছি অর্থাৎ উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়েছি ।

গীত :- আলোয় আলোকিত হল বহ্নিপতঙ্গদের সভা (মহফিলে জ্বলে উঠলো শমা)..

ওম শান্তি । গীত কবিতা, ভজন, বেদশাস্ত্র, উপনিষদ, দেবতাদের মহিমা ইত্যাদি বিষয় তোমরা ভারতবাসী বাচ্চারা অনেক শুনেছ। এখন তোমরা বুঝেছো যে , সৃষ্টির চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় । অতীতকেই তোমরা বাচ্চারা জেনেছো । বর্তমানে দুনিয়ার অবস্থা কি হয়েছে সেটাও তোমরা দেখেছো আর প্র্যাক্টিকলেও অনুভব করছো । বাকী যা হওয়ার তা তোমরা প্র্যাক্টিকলে অনুভব করোনি । অতীতে যা ঘটিত হয়েছে, সেইসবের অনুভব করেছো । বাবাই বুঝিয়েছেন আর বাবা ছাড়া কেউই বোঝাতে পারেন না । অগণিত মানব, কিন্তু তবুও তারা কিছুই জানেনা । রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তের সম্বন্ধে কিছুই জানেনা । কলিযুগের যে এটা অন্তিম সময় , সেটাও মানুষ জানে না। তবে হ্যাঁ, পরে গিয়ে সবকিছুই বুঝতে পারবে । মূল বিষয়কে(সার, essence) জানবে, কিন্তু পুরো জ্ঞান জানতে পারবে না । যারা পড়বে সেই স্টুডেন্টরাই এসব জানতে পারবে । মনুষ্য থেকে রাজাদের রাজা হওয়া । সেটাও আসুরী সংস্কারধারী রাজা নয় , দৈবী সংস্কারধারী রাজা , যাদের আসুরী সংস্কারের রাজারা পূজো করে । এইসব কথা তোমরা বাচ্চারাই জান। বিদ্বান, আচার্য প্রমুখরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না । ভগবান, যাঁকে শমা(অগ্নি) বলে ডাকে । ওঁনাকে জানেই না । যারা গান গায় তারাও এই সম্বন্ধে কিছু জানে না । মহিমাই শুধু করে । ভগবানও কখনও এই দুনিয়ার মহফিলে (সম্মেলনে) এসেছেন । মহফিল অর্থাৎ যেখানে অনেক লোকেরা একত্রিত হয় আর মহফিলে খাওয়া দাওয়া, মদিরা পান সবকিছু হয় । এখন এই মহফিলে তোমরা বাবার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খাজানা প্রাপ্ত করছো অথবা বলো আমরা বৈকুন্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত করছি । এই পুরো দুনিয়ার মহফিলে বাচ্চারাই বাবাকে জানে যে বাবা আমাদের উপহার দিতে এসেছেন । বাবা মহফিলে কি দেন আর মানুষ তাদের মহফিলে একে অপরকে কি উপহার দেয় ,সেটাতে তো রাতদিনের তফাত। যেমন বাবা খাওয়ান হালুয়া, আর ওখানে সস্তার থেকে সস্তা জিনিস-- ছোলাও খাওয়ায়। এবার হালুয়া আর ছোলা দুটোতেই কত তফাত হয় । একে অপরকে ছোলাও খাওয়ায় । যখন কেউ উপার্জন করে না, তখন বলা হয় যে এ তো ছোলা চিবাচ্ছে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বেহদের বাবা আমাদের স্বর্গের রাজত্বের বরদান দিচ্ছেন । শিববাবা তো এই মহফিলে(সভাসমাগমে)

আসেন, তাইনা! শিব জয়ন্তীও পালন করা হয় , কিন্তু তিনি এসে কি কাজ করেন, এটা কেউই জানে না । তিনি হলেন আমাদের (আত্মাদের) বাবা । বাবাই খানপান করান , লালন পালন করেন । মাতাপিতা তো জীবনে লালন পালন করে , তাই না! তুমিও জানো যে মাতা পিতা জীবনে লালনপালন করে , এডপ্ট (দত্তক) নেন । বাচ্চারা নিজেরা বলে যে বাবা আমরা আপনার দশ দিনের বাচ্চা অর্থাৎ দশদিন ধরে আপনার হয়েছি । তাই বোঝা দরকার যে আমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে গেছি । আমি (শিববাবা) তোমাদের দত্তক নিয়েছি । জীবিত অবস্থায় যখন কাউকে দত্তক নেওয়া হয় , তখন নিশ্চয়ই অন্ধ শ্রদ্ধায় নেওয়া হয় না? মাতাপিতাও বাচ্চাকে অন্যের কোলে দেয় । তারা বোঝে আমাদের বাচ্চা এদের কাছে বেশী ভালো থাকবে , সুরক্ষিত থাকবে আর তারা স্নেহের সাথেই সামলাবেন । তোমরাও লৌকিক পিতার সন্তানেরা এখানে বেহদের বাবার কোলে আশ্রয় নিয়েছো । বেহদের বাবা কত ভালোবাসার সাথে তোমাদের আশ্রয় দেন । বাচ্চারা লেখে যে বাবা আমরা আপনার(তোমার) হয়ে গেছি । শুধুমাত্র দূর থেকে বললে তো চলবে না । প্র্যাক্টিকলে যখন আশ্রয় দেওয়া হয় তখন তো সমারোহ(ceremony) করা দরকার । যেমন জন্মদিন পালন করা হয় , সেইরকম যখন এখানেও শিববাবার সন্তান হওয়া হয় তখন তো ছয় সাতদিনে নামকরণও করা দরকার, তাই না! কিন্তু কেউই পালন করে না । নিজেদের জন্মাষ্টমী তো বড়ই ধুমধাম করে পালন করা দরকার । কিন্তু কেউ পালনই করে না । জ্ঞানও নেই যে আমাদের জয়ন্তী পালন করা উচিত । বারো মাস অর্থাৎ এক বছর হলে পালন করে । আরে , প্রথমে যখন পালন করোনি তখন আর বারো মাস পর কি কারণে পালনের দরকার? জ্ঞানও নেই আর নিশ্চয়ও হবে না । একবার জন্মদিন পালন করলে তো মজবুত হয়ে যায় । তারপর যদি জন্মদিন পালন করতে করতে ভাগন্তী হয় (পালিয়ে যায়) তো বোঝা দরকার যে এ মৃত । জন্মদিন কেউ তো অনেক ধুমধাম করে পালন করে আবার কোনো গরীব গুড় ছোলাও খাওয়াতে পারে । বেশী কিছুর প্রয়োজন নেই । বাচ্চারা ভালো ভাবে বুঝতে না পারার কারণে খুশীতেও থাকে না । জন্মদিন পালন করলে যে স্মৃতি মজবুত হতে পারে, সেসব বুদ্ধিতে থাকে না । আজ বাবা আবার বোঝাচ্ছেন, যারা যারা (আমার) নতুন বাচ্চা হয়েছে, তাদের নিশ্চয় হলে অবশ্যই তোমরা নিজেদের জন্মদিন পালন কোরো । অমুক দিনে আমাদের নিশ্চয় হয়েছে, যার ফলে আমরা জন্মাষ্টমী শুরু করেছি । তাহলে বাচ্চারা বাবা আর বর্সাকে (অধিকার) ভালো ভাবে স্মরণ করা দরকার । আমি অমুকের সন্তান, এটা যেমন বাচ্চারা কখনোই ভোলে না , সেইরকম এখানে বলে বাবা আপনি আমাদের স্মরণে আসেন না । এরকম তো তোমরা অজ্ঞান কালেও(যখন জ্ঞানে ছিলে না) কখনও বলো নি । স্মরণে না আসার তো কোনো কারণই নেই । তুমি বাবাকে স্মরণ করো আর বাবা তোমাদের সকলকে স্মরণ করেন । আমার (শিববাবার) সব বাচ্চারাই কাম চিতায় জ্বলে ভস্মীভূত হয়েছে । এরকম কথা কোনো গুরু মহাত্মা ইত্যাদিরা বলেন না । ভগবানুবাচ হল এই যে তোমরা (আত্মারা) হলে সবাই আমার (শিববাবার) সন্তান । ভগবানের কাছে তো সবাই তাঁর সন্তান, তাই না! সব আত্মারা পরমাত্মা বাবার সন্তান হয় । বাবাও যখন শরীরে আসেন, তখন বলেন যে সব আত্মারাই আমার সন্তান । কামচিতায় বসে ভস্মীভূত হয়ে তমোপ্রধান হয়ে আছে । ভারতবাসী কত আয়রন এজড (তমোপ্রধান) হয়েছে । কামচিতায় বসে সবাই কালো হয়ে গেছে । যারা পুজ্য প্রথম নম্বর গৌর বর্ণের ছিল, তারাই এখন পূজারী শ্যাম বর্ণের হয়েছে । সুন্দর-ই শ্যাম হয়। কামচিতায় চড়া মানে সাঁপের ওপর চড়া । বৈকুন্ঠে সাঁপ ইত্যাদি থাকে না, যে কাউকে দংশন করবে । এরকম ব্যাপার সেখানে হয় না । বাবা বলেন পাঁচ বিকারের প্রবেশ হওয়ার কারণে তোমরা তো জংলী কাঁটার মতন হয়েছো । বাবা বলেন এই হলো

কাঁটার জঙ্গল , যেখানে একে অপরকে দংশন করে ভস্মীভূত হয়েছে । ভগবানুবাচ, আমার , জ্ঞানসাগরের সন্তানেরা, যাদের আমি (শিববাবা) কল্প পূর্বেও এসে স্বচ্ছ পবিত্র বানিয়েছিলাম, আজ তারা সবাই পতিত কালো হয়েছে । বাচ্চারা জানে আমরা ফর্সা থেকে কালো কিভাবে হয়েছি । পুরো চুরাশীতম জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী নাটশেলে বুদ্ধিতে আছে । এই সময়ে তোমরা জানো যে নম্বরভিত্তিক বুদ্ধি অনুসারে পাঁচ ছয় বছর ধরে কেউ নিজেদের বায়োগ্রাফী সম্বন্ধে কিছু জানে । প্রত্যেকে নিজেদের অতীতের বায়োগ্রাফীকে জানে যে আমরা কি কি খারাপ কার্য্য করেছি । বড় বড় কথা তো বলা হয় কিন্তু আমরা কি করি ! পূর্ব জন্মেরই কিছু বলা যায় না , তাহলে জন্মজন্মান্তরের বায়োগ্রাফী সম্বন্ধে কি করে জানা যাবে ! বাকী চুরাশীতম জন্ম কিভাবে গ্রহন করা হয় , সেসব বাবা বসে তাদের বোঝান ,যারা পুরো চুরাশীতম জন্ম গ্রহণ করেছে । তাদেরই স্মৃতিতে এইসব থাকবে । ঘরে ফেরার জন্য আমি শিববাবা তোমাদের মত দিচ্ছি । একারণে বাবা বলছেন যে এই জ্ঞান সর্ব ধর্মের লোকেদের । যদি মুক্তিধামে ঘরে যেতে চাও তাহলে বাবা-ই নিয়ে যেতে পারেন । বাবা ছাড়া আমাদের আর কেউই আপন ঘরে নিয়ে যেতে পারে না । কারও কাছেই এই যুক্তি পাওয়া যায় না যে বাবাকে স্মরণ করে সেখানে (মুক্তিধামে) পৌঁছাও । পুনর্জন্ম তো সবাইকেই গ্রহন করতে হয় । বাবা ছাড়া তো কেউই নিয়ে যেতে পারেন না । মোক্ষ প্রাপ্ত করার খেয়াল তো কখনোই করা উচিত নয় । এইসব হয় না । এটা হল পূর্ব রচিত অনাদি ড্রামা, যেখান থেকে কেউই বেরোতে পারবে না । সকলের একমাত্র বাবা-ই হলেন লিবরেটর (মুক্তিদাতা) আর গাইড । তিনিই উপায় বলেন যে আমাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে , নইলে শাস্তি পেতে হবে । পুরুষার্থ না করলে বুঝতে হবে যে এরা এখানকার নয় । মুক্তি জীবন মুক্তির পথ তোমরা বাচ্চারা নম্বর ভিত্তিতে পুরুষার্থ অনুসারে বোঝো । প্রত্যেকের বোঝানোর প্রক্রিয়ার গতি নিজের নিজের হয় । তুমিও বলতে পারো যে এই সময়ে দুনিয়া পতিত হয় । কত মারামারি হানাহানি ইত্যাদি হয়ে থাকে । সত্যযুগে এইসব হয় না । এখন যে কলিযুগ, সব মানুষই এ কথাটি মানবে । সত্যযুগ ত্রেতা .... গোল্ডেন এজ , সিলভার এজ .... আর অন্য ভাষায় কেউ কেউ এই নাম তো অবশ্যই বলে হবে । ইংরেজি তো সবাই জানে । ডিকশনারি (অভিধান)-- ইংরেজি থেকে হিন্দির হয় । ইংরেজরা অনেক সময় ধরে রাজত্ব করেছে তাই তাদেরই ব্যবহৃত ইংরেজি রয়েছে । এই সময়ে মানুষ মানে যে আমাদের কোনো গুণ নেই, আমরা পতিত, বাবা দয়া করো আর আমাদের পবিত্র বানাও । এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝো যে পতিত আত্মারা একজনও ফেরত যেতে পারবে না । সকলকেই সতো রজো তমোতে আসতে হবে। এবার বাবা এই পতিত মহফিলে (সম্মেলনে, partyতে) আসেন , কত বড় মহফিল হয় । আমি (শিববাবা) দেবতাদের সভায় কখনও যাই না । যেখানে ছত্রিশ প্রকারের সুস্বাদু ব্যঞ্জন থাকে, সেখানে আমি যাই না । যেখানে বাচ্চাদের রুটি জোটে না , সেখানে আমি তাদের কাছে টেনে কোলে তুলে বাচ্চা বানিয়ে অধিকার দিই । সাহুকারদের (বিত্তশালীদের) অ্যাডপ্ট করি না । তারা তো নিজেরাই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে । নিজেরাই তারা বলে যে আমাদের জন্য তো স্বর্গ এখানেই, তারপর কারো মৃত্যু হলে বলে তারা স্বর্গবাসী হয়েছে । সেই অনুযায়ী এটি হল নরক, তাই না ! তুমি বোঝাচ্ছো না কেন ? এখনও সংবাদপত্রে কেউই যুক্তিযুক্ত ভাবে কিছুই দেয় নি । বাচ্চারাও জানে আমাদের ড্রামা পুরুষার্থ করায় , আমরা যে পুরুষার্থ করি , সেসব ড্রামায় ফিক্সড আছে । অবশ্যই পুরুষার্থ করতে হবে । ড্রামায় বসলে চলবে না । প্রতিটি কথাতেই পুরুষার্থ করতে হবে । কর্মযোগী, রাজযোগী হচ্ছ , তাই না! তারা (সন্ন্যাসীরা) হলেন কর্ম সন্ন্যাসী, হঠযোগী । তুমি তো সবকিছুই করো , ঘরে থেকে বাচ্চাদেরও সামলাও । সন্ন্যাসীরা তো পালিয়ে যায় । তাদের নাকি

ভালো লাগে না । কিন্তু ভারতে তো পবিত্রতা দরকার, তাই না ! সেই অর্থে তো ভালোই। এখন তো মানুষ পবিত্রও থাকে না । এমনি কেউই পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারে না । বাবা ছাড়া কেউই নিয়ে যেতে পারেন না । এখন তোমরা জানো যে শান্তিধাম তো আমাদের ঘর । কিন্তু যাব কিভাবে? অনেক যে পাপ করেছি । ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে । সম্মান কার নষ্ট করা হয়েছে? শিববাবার । কুকুর বিড়ালে, প্রতিটি কণায় কণায় অর্থাৎ সবকিছুতেই পরমাত্মা আছেন বলা হয়েছে । এবার রিপোর্ট কাকে করা হবে ! বাবা বলেন আমিই হলাম সমর্থ । আমার সাথে ধর্মরাজও আছেন । সকলের জন্য এটা হল বিনাশের সময়(The time of settlement) । সকলেই শাস্তি ভোগ করে ঘরে ফিরবে । ড্রামার ধরনই এরকম । শাস্তি তো সকলকেই ভোগ করতে হবে । সাক্ষাৎকারও এটাই করানো হয়েছে । গর্ভজেলেও সাক্ষাৎকার হয় । তুমি এই এই কাজ করেছো, তাই এখন শাস্তি ভোগ করো । তখনই তো বলা হয় যে এবার এই জেল থেকে মুক্ত করো । আমরা আর এরকম পাপ করবো না । বাবা এইসব কথা তোমাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । গর্ভেও শাস্তি ভোগ করো , সেটাও হয় জেল, দুঃখ অনুভব হয় তো ! সত্যযুগে কোনও জেল হয় না , যেখানে শাস্তি ভোগ করা হয় । এবার বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে খাদ বেরিয়ে যায় । অনেকেই তোমাদের এই কথাগুলো মানবে । ভগবানের নাম উল্লেখ রয়েছে যে । শুধু ভুল করেছে কৃষ্ণের নাম লিখে । এবার বাবা বাচ্চাদের বলছেন যে যা কিছু শুনছো, শুনে সেগুলো সংবাদপত্রে ছাপানোর ব্যবস্থা করো । শিববাবা এই সময়ে সকলকে বলেন যে চুরাশীতম জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছো । এবার আবার আমি (শিববাবা) রায় দিচ্ছি যে আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা মুক্তি জীবনমুক্তি ধামে চলে যাবে । বাবার নির্দেশ এই যে আমাকে স্মরণ করো তো খাদ বেরিয়ে যাবে । আচ্ছা -- বাচ্চারা কত বোঝাব আর কত বোঝাব! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার:-

১) প্রতিটি বিষয়ের জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে । ড্রামা বলে বসে গেলে চলবে না । কর্মযোগী রাজযোগী হতে হবে । কর্ম সন্ন্যাসী বা হঠযোগী নয় ।

২) শাস্তি না খেয়ে বাবার সাথে চলার জন্য স্মরণে থেকে আত্মাকে সতোপ্রধান করতে হবে । শ্যাম বর্ণের থেকে গৌর বর্ণের হতে হবে ।

বরদান :- নিজের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠ নেশায় স্থিত থেকে অলৌকিকতার অনুভব করাতে পারে এমন অন্তর্মুখী ভব !

যেমন নক্ষত্রের সংগঠনে বিশেষ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা দূর থেকেই আলাদা আর সুন্দর দেখায়, সেই রকম তোমরা নক্ষত্র রূপী আত্মাদেরও সাধারণ আত্মাদের মাঝে এক বিশেষ আত্মা মনে হবে। সাধারণ রূপ হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণ বা অলৌকিক স্থিতি হলে তো সংগঠনের মাঝে লোকেরা আল্লাহ-কে (ঈশ্বরকে) দেখতে পাবে । এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে আবার বাহ্যমুখীতে আসার অভ্যাস করো । সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বা নেশায় স্থিত হয়ে নলেজফুলের সাথে পাওয়ারফুল হয়ে নলেজ দেবে, তবেই অনেক আত্মাদের অনুভবী বানাতে পারবে ।

স্লোগান :- রাবণের সম্পদ সাথে রাখলে দিলারাম বাবাকে হৃদয়ে রাখতে পারবে না ।